OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 60
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 53 - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’ : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিসর্গরতির কাব্য

দীপঙ্কর নায়েক
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ ধর্মার্থ ফাউন্ডেশন ইউনিভার্সিটি, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড
Email ID: dipankarnayek2013@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Shakti Chatterjee, poetry, I can go but why should I go, nature, love of nature, forest intoxication.

Abstract
Nature was not just a backdrop for Shakti Chatterjee. He loved to imagine himself as a tree and found the pulse of life and the taste of freedom in nature. The poet would repeatedly run to the forest to escape the artificiality and confinement of city life. In his poems ‘I Can Go, Why Should I Go’, trees or forests are often used as metaphors for lonely people. This love of the poet is not just ‘love’, but it has transformed into 'Rati' or deep passion. He has found the touch of the beloved and the transcendental feeling in the elements of nature (wind, rain, trees). The poet saw nature as a ‘disinfectant’, which relieves people from mental fatigue and existential crisis and provides healing. This book of poems is not a travelogue of an amateur tourist, but rather it is a poetic document of the close relationship between a romantic being of the forest and nature.

Discussion

জঙ্গলের প্রতি, গাছের প্রতি এক অদ্ভুত মরমীটান ছিল শক্তির। গাছ হয়ে ওঠা, গাছেদের মধ্যে গাছ হয়ে থাকাই ছিল তাঁর বাসনা। একটি অগ্রন্থিত গদ্যরচনায় সেই কথাই লিখেছিলেন ‘পরশুরামের কুঠার’ কাব্যের দু'টি লাইন উদ্ধৃত করে—

> “তুমি যেন গাছ, যার ডাল এসে পড়েছে মাটিতে/ ছায়া নিয়ে, মায়া নিয়ে, পরিচ্ছন্ন ফুল পাতা নিয়ে। মানুষকে গাছ হিসাবে দেখা আমার প্রিয় ব্যসন। বিশেষত নিজেকে। আমার স্বভাবটা তাই। যেখানে যাই শিকড় নিই। ডালপালা বের হয়। লতাপুতা বাতাসে।”[১]

‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’ থেকে শুরু করে ‘জঙ্গল বিষাদে আছে’ পর্যন্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বিস্তৃত, বর্ণময় ভুবনখানি প্রকৃতির পরাগমাখা, বৃক্ষময়, ছায়াঘন, তীব্র বনগন্ধী। বৃক্ষ, লতা, ফুল, নদী, বাগান, পুকুর ইত্যাদিকে অবলম্বন করে শক্তি তাঁর কবিতার পর কবিতায় গড়ে তুলেছেন প্রকৃতির এক শরীরী জগৎ, যাতে কখনো কখনো বাস্তবতার সঙ্গে মিশেছে পরাবাস্তবতার আবছায়া। উবুশ্রান্ত বৃষ্টি, হাওয়ার গর্জন, মেঘ ও বিদ্যুৎচমকের শিহরণে মূর্ত করতে চেয়েছেন প্রকৃতির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 60
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আদিমতা, হিংস্রতা, গতি ও অস্থিরতাকে। আবার সেই প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন, পেয়েছেন, মানুষের শুশ্রুষার উপকরণ এক মায়াময় ভালোবাসা।

কাব্যচর্চার আদিলগ্ন থেকে নানাভাবে প্রকৃতিকে তাঁর লেখার অঙ্গীভূত করেছিলেন শক্তি। প্রকৃতি সেখানে নিছক পটভূমি হিসেবে গৃহীত হয়নি। 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' কাব্যগ্রন্থ থেকেই অরণ্য, মাটি, প্রকৃতি, গাছ, ঝরণা, জলস্রোত, পাহাড়, বন বাংলো, টিলা বয়ে চলা নদী, সমুদ্র, হরিণীর ডাক, চাঁদ, মেঘ, বৃষ্টি, শালবন, জ্যোৎস্না, সকাল কিংবা সন্ধ্যা সবকিছু একাকার হয়ে আছে তাঁর লেখার মধ্যে। নিসর্গের আটপৌরে সংসারে জীবনের প্রশান্তিটুকুই সারাজীবন ধরে অন্বেষণ করে গেছেন কবি। প্রকৃতির প্রতি তাঁর ছিল একধরণের আদিম ও অকৃত্রিম বন্য ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের লীলা ও জীবনের স্পন্দন তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন অনুভবশক্তির তীব্র প্রাবল্যে। দাদা মশাইয়ের বাড়ি থেকে কলকাতায় চলে আসার পর নগর জীবনের ঘেরাটোপে বন্দী থেকে প্রাণে হাঁপ ধরে যেত তাঁর। মুক্তির সন্ধানে নিসর্গের কাছাকাছি ছুটে যেতেন। যৌবনে এমনি কতবার অরণ্যের আতিথ্য নিতে তিনি চলে গেছেন ধলভূমগড়, ঘাটশিলা, বুরুডি, হেসাডি। প্রকৃতির আন্তরিক শুশ্রুষায় জীবনের তারুণ্য ও সজীবতা ফিরে পেয়েছিলেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থটি (১৯৮২) নিসর্গপ্রীতি নয়, বরং নিসর্গরতির কাব্য। নিমগ্নতা নির্মাণের চেয়ে যত গভীর হয়, ততই বাহ্যিক প্রীতিবোধ রতি অনুভবে রূপান্তরিত হয়। রতি অর্থে অনুরাগ, প্রগাঢ় ভালবাসা - যা প্রেমিক বা প্রেমিকাকে অনেকখানি গভীরে নিয়ে যায়। নিছক ভালোলাগার বোধকে ছাপিয়ে দূরলোকে তার যাত্রা। দূরের প্রতি অভিসারে নায়ক কিংবা নায়িকা তখন দলছুট, যেভাবে "বসন্তের যাত্রা চলে অন্তরের পানে।"[২] প্রীতি থেকে রতিতে তখন পরিণতি পায় তার ভালবাসার বোধ। নিসর্গরূপ নির্মাণই শুধু নয়, নিসর্গের প্রতি সুগভীর নিমগ্নতা 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো'-কে নিসর্গরতির কাব্য করে তুলেছে। গোটা কাব্যগ্রন্থ জুড়ে ছড়িয়ে আছে তার অজস্র প্রমাণ।

পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কথাকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'শ্বাপদ' গল্পের নায়ক শ্বাপদপ্রতিম ছেলে গণেশ, তার দেহের রঙ স্বাস্থ্য শক্তি সাহস ও অসংস্কৃত মন নিয়ে ছিনিয়ে নেয় শহুরে ছেলে খোকনের তরুণী বান্ধবী রুবিকে। এখানে শেষপর্যন্ত, মানুষের গাছ হয়ে ওঠার গল্প শোনান জ্যোতিরিন্দ্র। গাছ অথবা বৃক্ষমানব। একই ধরণের আর একটি চরিত্র, তাঁর 'বনের রাজা' গল্পের ষাটোর্ধ্ব সারদা। এই প্রৌঢ় মানুষটি পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর উচ্চবিত্তের বৈভব, কলকাতার বিপুল সম্পত্তি, সবকিছু ছেড়ে তিনি ফিরে যান পুকুর-বাগান-গাছ-গাছালিতে ঘেরা প্রকৃতিময় জীবনে। গাছেরা নাকি তাঁর সঙ্গে কথা বলে। শহুরে সংস্কৃতির ঘেরাটোপে বন্দী তাঁর নাতি মতি। গরমের ছুটি কাটাতে সে দাদুর কাছে এলে, তাকে তিনি প্রকৃতিলগ্ন জীবনযাপনের স্বাদ দেন। নাগরিক জীবনের কোনো কৃত্রিমতা সারদার বাঁচার আনন্দকে ম্লান করতে পারে না। বাবা-মায়ের মতো মতিও নাগরিক জীবনের বিচ্ছিন্নতার ফসল। অথচ দাদু কত অবলীলায়, নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্য দিবালোকে নগ্ন হয়ে পুকুরে স্নান করতে পারেন। জ্যোতিরিন্দ্র এখানে দেখান, জীবন কেমন করে হয়ে উঠতে পারে প্রকৃতির মতো উদার অকৃত্রিম সতেজ ও লাবণ্যময়। 'বনের রাজা' তাই সারদা। 'শ্বাপদ' এবং 'বনের রাজা'-এই দু'টি গল্পপাঠের স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যের কবিতাগুলি পাঠ করার সূত্রে। পাহাড়, জঙ্গল, গাছপালা-নিসর্গ প্রকৃতির আনাচে-কানাচে তিনি সন্ধান করেছেন ভালবাসার বর্ণমালা। বেঁচে থাকার অমোঘ জীবনমন্ত্র। কখনো গাছের সঙ্গে গাছ হয়ে মিশে থাকতে চেয়েছেন, কখনো আবার নিসর্গের নির্জনতায় আত্মলীন হয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর সত্তাকে। দু'টি ক্ষেত্রেই অভিন্নতার অভিজ্ঞান, এই পর্বের কবিতা শক্তির নিসর্গরতির সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করেছে—

"পথে যেতে কষ্ট হয়, পথের একপাশে বসে থাকি।
গভীর গাছের নীচে বসে থাকি যেন শুকনো পাতা-
পাতার মতন থাকি, কষ্ট পাই, বাতাসের হাতে,
উড়ে যেতে পারি ব'লে ভয় পাই, পুড়ে যেতে পারি।"[৩]

'গাছের শিকড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে' কবিতায় গাছের যে ছবি কবি আঁকলেন, তা নিছক Biological Tree নয়। গাছ সেখানে মানুষের রূপ ধারণ করেছে। হয় রূপ, নয় ছদ্মবেশ। গাছ যেন ছদ্মবেশী শহুরে মানুষ। বৃক্ষমানব। গাছের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 60
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শিকড় মানুষের মতো প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। দীর্ঘদিনের অপেক্ষা তার। মহানগরের ভিড়ে দলছুট মানুষদের মতনই সে নিঃসঙ্গ। কিন্তু স্বপ্ননিঃস্ব নয়। জঙ্গল যেন মহানগরের রূপক। মহানগরের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া ক্লান্ত মানুষের মতো, জঙ্গলের মধ্যে অনেক গাছের ভিড়ে কবির উল্লিখিত গাছটিও বড় একা। সঙ্গীহীন তার বেঁচে থাকা। কোনো একদিন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্নে বুক বেঁধে সে শুধু অপেক্ষা করে। বড় দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর সেই অপেক্ষা—

"গাছের শিকড়গুলি মাটি ধরে কী তীব্র ক্ষুধায়
প্রতিষ্ঠিত হবে বলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদিন
মানুষের মতো তার প্রতিষ্ঠাও চাই, মনে ক'রে-
দাঁড়িয়ে রয়েছে একা-একা, ঐ জঙ্গলের মাঝে।
জঙ্গল মিলিত-বৃক্ষে, পাতায় সংবদ্ধ হয়ে আছে,
ভিড়ের মতন আছে, হয়ে নেই গাছের মতন
একক, নিঃসঙ্গ হয়ে আছে ভিড়ে সমুদ্রের মতো
নীলকণ্ঠ ঢেউ, জল, বালি আছে, জলের নিকটে।"[৪]

প্রকৃতি বড় বিশল্যকরণী। তার ভান্ডারে আছে জীবনদায়ী ওষুধ। অস্তিত্বের অবসন্নতা আর সত্তার গভীরে জমে থাকা ক্লান্তি দূরীকরণে নিসর্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তার সংসর্গে মানুষের দেহ ও মনের রোগমুক্তি ঘটে—

"এই হাসপাতালে এসে দেখি শুধু আমার অসুখ।
আর সবাই সুস্থ, প্রাণবন্ত, শুধু করিডোরে হাঁটে-
এদিক-ওদিক যায়, জানলায় দাঁড়ায়, পাখি দ্যাখে,
পাখিদের সঙ্গে কিছু কথা বলে...।"[৫]

নিসর্গ নির্লিপ্ত হতে জানে। তার কাছ থেকে নির্লিপ্ত হওয়ার মন্ত্র নেয় মানুষ। বৃষ্টির কথা, বিদ্যুতের সংলাপ, বাতাসের গান, ফুলের ঘ্রাণ, তাকে নির্বাণ নয়-গভীর নিরাময়ের দিকে নিয়ে যায়। মুক্তি নয়, তার কাম্য আরোগ্য –

"ভালোবাসা কথা বলো, হোক না সে ছুঁচের মতন
নিষ্ঠুর, ন্যঞর্থ কথা, কথা বলো আমার ভিতরে
বৃষ্টির মতন কথা, বিদ্যুতের, শিকড়ের কথা-
বলো, ভালো আছো আর তোমার অসুখ সেরে গেছে
বলো, ভালোবাসো তাই তোমার অসুখ সেরে গেছে।"[৬]

তবু তো নদীর পাড় ভাঙে। নদীর জলের অবাধ্য আক্রমণে দুই তীর প্লাবিত হয়। সময়ের বেঢপ কারসাজিতে, নিয়তির চক্রান্তে, সমকাল ও পারিপার্শ্বের সংঘাতে তছনছ হয়ে যায় মানুষের ভালোবাসার ঘরবাড়ি, সুখের গেরস্থালি। সত্তর দশকের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আর উত্তাল উত্তেজনার ঢেউ হরণ করে নেয় মানুষের স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা। অসহায় মানুষের বাঁচতে চাওয়ার আকাঙ্খার রূপ আঁকতে গিয়ে নিসর্গ চিত্রের শরণাপন্ন হন কবি—

"পাড়া খসে পড়ছে নদীর, নদী
চওড়া হচ্ছে, দুদিকেই তার বাড়বাড়ন্ত
ফুলে-ফেঁপে জল কামড়ে ধরছে মানুষের
ঘরবাড়ি, গেরস্থালি তছনছ
জল যাচ্ছে গড়িয়ে-তেড়ে, বাদা ভেঙে
মাঠ গুঁড়িয়ে, কাৎ হয়ে পড়েছে গাছপালা
ডাঙ্গা থেকে তালকানা পাখি মারছে
আকাশের দিকে লাফ, পরিত্রাণ
চাই, বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই...।"[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 60
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আতঙ্কের পৃথিবীতে আনন্দের সংবাদ নিয়ে তবুও বয় শরতের হাওয়া। জলপ্রপাতের কাছে দাঁড়িয়ে দু'হাত পেতে মানুষ গ্রহণ করে প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য, অকৃত্রিম ও উদার উপহার—

"...আছে চতুর্দিকে বনবর্গী হাওয়া
ঝর্ণার নিকটে কিছু চাওয়া আছে গ্রামবাসীদেরও!
এই কি সময় ঐ দু'জনের পর্যুদস্ত হওয়া
প্রেমে ও পাথরে?"[৮]

প্রকৃতি পূর্ণ করে 'তার শূন্য করতল'। তবে, প্রকৃতির সম্পদ গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকা চাই। সেই সম্পদকে সম্বল করেই তো জীবনের প্রতিকূল পথে পাড়ি দিতে পারবে মানুষ। পোকালাগা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একবুক স্বপ্ন নিয়ে অনুভবী মানুষ নিসর্গের অঢেল দান-সামগ্রী গ্রহণের অপেক্ষায় 'হাত পেতে দাঁড়িয়ে' থাকে —

"হলুদ শস্যের মধ্যে হাত পেতে রয়েছে দাঁড়িয়ে
একা লোকটি, হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
হলুদ শস্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারাদিন।
অন্নপূর্ণা, অন্ন দাও - ব'লে সেই যোজন বিস্তৃত
মাঠে, একা দাঁড়িয়ে রয়েছে।"[৯]

'ভালোবাসার শিকড়' কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ও অন্তরঙ্গ ভালোবাসাবাসির সম্পর্কের কাব্যভাষ্য রচনা করেছেন কবি। শব্দের যাদুমন্ত্রে ভাবের রাঙতা মোড়া পংক্তিগুচ্ছের পরতে পরতে মিশে আছে অতীন্দ্রিয়তার অনুভূতি, কিংবা পরা-বাস্তবতার পরাগ রেণু—

"আকাশ বাতাস নদীর পানি, আমায় ভালোবাসছে
ভালোবাসছে আমায় একা, একলা ভালোবাসছে
কাছে আসছে, দূরে যাচ্ছে, কেবল ভালোবাসছে
ভালোবাসার শিকড় আমায় জড়িয়ে করে গাছটি
মাটির উপর দাঁড় করিয়ে, ছায়ার কাছে আসছে
গভীর ভালোবাসছে আমায়, দারুণ ভালোবাসছে।"[১০]

প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগের সেতু তৈরি করে এই বিদেহী ভালোবাসা। দু'জনের সহজাত দেখাশোনা ও মেলবন্ধনের জন্য উঠোনে সে 'পিঁড়ি পেতে' রাখে। 'গভীর গভীরতর রাত শেষ' হয়ে যায়। ত্রস্ত ও ধীর পায়ে একা এসে, সে পিঁড়িতে কেউ বসে না। আয়োজনই সার হয়। মিলন হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের লুকোচুরি খেলা চলতেই থাকে। একে অপরের কাছে চিরকাল অধরা থেকে যায়—

"ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো উঠানের কোণে।
ছায়া ছিলো, মায়া ছিলো, মুথা ঘাস ছিলো
ছাঁচতলায় আর ছিলো বৃষ্টি-ক্ষতগুলি...।"[১১]

শক্তি ভালোবাসেন প্রকৃতির জল, হাওয়া, আকাশ ও গোধূলি। অবিচ্ছিন্ন এক আনন্দের প্রবাহ, নিসর্গের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে উপলব্ধি করে তাঁর প্রাণে শিহরণ জাগে। হাওয়ার স্নেহনিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন তিনি। মনে হয়, এ বুঝি প্রিয়তমার অনুরাগের আবেষ্টন—

"ভালো হোক মন্দ হোক যায় মেঘ আকাশে ছড়িয়ে
আমাকে জড়িয়ে ধরে হাওয়া তার বন্ধনে বাহুর।
বুকে রাখে, মুখে রাখে - 'না রাখিও সুখে প্রিয়সখি!' "[১২]

পল্লীনিসর্গের এহেন রতিসঙ্গমে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে প্রাণ। বিস্মৃতির প্রান্তরেখা খসে পড়ে। ভেসে ওঠে প্রেমিকার মুখ। ফুলের পাপড়িতে প্রতিবিম্বিত হয় সে মুখচ্ছবি। একমুহূর্তে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গমের দৃশ্যটি বদলে যায়। প্রিয়ার সঙ্গে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 60
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মিলনের সুযোগ আসে। প্রকৃতির মাধ্যমেই সে খবর পৌঁছায় কবির চেতনার জগতে। তৎক্ষণাৎ আসন্ন বিরহের সূক্ষ্ম অনুভূতি কাঁপিয়ে তোলে মনের পৃথিবী। না পাওয়ার চাইতে পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা আরো প্রবল, ভয়াবহ। শিরদাঁড়া দিয়ে ভয়ের স্রোত নামে। মিলন চান না তিনি। অপেক্ষার মধ্যে দিয়েই কাটুক না হয় উৎকণ্ঠার প্রহরগুলি—

"ভালোবাসি ফুলে কাঁটা, ভালোবাসি ভুলে মনস্তাপ-
ভালোবাসি শুধু কূলে বসে থাকা পাথরের মতো
নদীতে অনেক জল, ভালোবাসা, নম্র নীল জল-
ভয় করে।"[১৩]

নদীর জলের গভীরতা, হৃদয়ের ভালবাসার গভীরতার পরিমাপক হতে পারে না কখনো। কবি বরাবর দুঃখ পেতে ভালবাসেন। প্রিয়া সুখে থাক, এটাই তাঁর কাম্য। কবিচিত্তে 'সমর্থা-রতি'-র এই অনুভব প্রিয়তমার সঙ্গে সম্পর্কের পাশাপাশি, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতাকেও স্পষ্ট করে—

"যদি পারো দুঃখ দাও, আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি
দাও দুঃখ, দুঃখ দাও- আমি দুঃখ পেতে ভালোবাসি।
তুমি সুখ নিয়ে থাকো, সুখে থাকো, দরজা হাট-খোলা।
আকাশের নিচে, ঘরে, শিমুলের সোহাগে স্তম্ভিত
আমি পদপ্রান্ত থেকে সেই স্তম্ভ নিরীক্ষণ করি।
যেভাবে বৃক্ষের নিচে দাঁড়ায় পথিক, সেই ভাবে
একা একা দেখি ওই সুন্দরের সংশ্লিষ্ট পতাকা।"[১৪]

পথ, নদী, সমুদ্র, নীল নোনাজল, মাঠ, তাল খেজুরের ছায়া - এরা প্রত্যেকে প্রতিদিন পরম-সুন্দরের বিমূর্ত প্রতিরূপ নির্মাণ করে। পথ বেঁকে যায় নদীর দিকে। নদী গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। জীবনের সব পথ একইভাবে এসে মেলে এক মহা-অজানার মোহনায়। 'এভাবেই যেতে হয় ছোট থেকে বড়-র ভিতরে।' প্রত্যহ বয়ে চলা চলমান মুহূর্তের মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয় প্রকৃতির অনবদ্য সব প্রস্তাবনা। বিশ্লেষক নয়, আস্বাদকের মন নিয়ে ঐ প্রস্তাবনাগুলি পাঠ করতে পারলে পরম সুন্দরের লীলা নিকেতনে ঠিক পৌঁছান যাবে বলে কবির বিশ্বাস—

"কলকাতায় সংকোচন উধাও মাঠে ও নীলজলে।
ছোটখাট কুঁড়েঘর মাঠের বিস্তৃত পরিপাশে
ছোট কিন্তু মর্যাদায় দীর্ঘ দীর্ঘতর হয়ে আছে,
তাল খেজুরেরা ছায়া মাথা পেতে নিয়ে ভারি খুশি।"[১৫]

তৃষিত প্রাণ তাই প্রাসাদ বাগিচা ছেড়ে নিশ্চিত দাঁড়াতে চায় গঙ্গাতীরে, এলোমেলো হাওয়ার ভিতরে'। নিজের প্রাসাদ ছেড়ে তাই সে কুটিরে যেতে চায়। আকাঙ্খা একটাই। নিসর্গের সৌন্দর্যকে প্রাণভরে উপভোগ। এই সৌন্দর্য-রহস্যের আর এক ঠিকানা আছে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের গান এবং গানের কথা যেমন শক্তির কবিতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জড়িয়ে আছে, তেমনিভাবে মিশে আছে বীরভূমের রাঙামাটি, খোয়াই, গোয়ালপাড়া, ভুবনডাঙা, কঙ্কালীতলা, বাউলমেলা এবং রামকিঙ্কর। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি এবং রাঙামাটির টান প্রবলভাবে অনুভব করা যায় তাঁর কবিতায়। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর ভাললাগে। সেখানে দুদণ্ড বিশ্রামের জন্য ছুটে যান কবি—

"বহুযুগ বাদে এই বৃষ্টি ও মেঘের দিনে শান্তিনিকেতনে
আসা, ভালোবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ উধাও খোয়াই
এখনো বুকের কোনো গভীর প্রত্যন্তে দেয় টান।"[১৬]

লালমাটির আমন্ত্রণে প্রকৃতির আতিথ্য নিতে কবি সেখানে চলে যান। মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে প্রকৃতির আমন্ত্রণ বার্তা—

"কিছুদিন ধরে এই রাঢ়মাটি আমাকে ছাড়ছে না

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 60
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিকেলে গা ধুয়ে এসে তুলে দেয় স্পষ্ট নিমন্ত্রণ
জঙ্গলের নীলাঞ্জনা...।"[১৭]

দেবদারু গাছের ছায়া, মেঘ, বৃষ্টি-শক্তির একাধিক কবিতায় এদের উপস্থিতি উজ্জ্বল। বৃষ্টিতে আমিষ গন্ধ ছড়ায় খোয়াই। 'ওলাবিবি থানে' দেখা যায় – 'বটঝুরি ভরে ঝুলে আছে'। নিসর্গের সংসার নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখে কবিকে। মনের কত সাধ ডানা মেলে উড়তে চায়—

"সাধ হয়, দেবদারু-ছায়ার ভিতরে, থ্রোনে, বসে কয় বরষাপীড়িত
সেদিন মনের কথা
মেঘের চাঁদোয়া ফুটো, বৃষ্টি পড়ে সবুজ ছাতায়
পিছনে দেবদারু ফল রাঙা মরামের কোণে উজ্জ্বল বীজের
আগুনের ফলা টেনে বের করে গাছ হবে ব'লে।
গাছ হয়।"[১৮]

দুপুরের রোদে ডুবে যায় গাছের স্নিগ্ধ ছায়া। বৃষ্টি নেই। গাছের পাতাগুলি রোদের আলোয় ঝলসে যায়। পুড়ে গিয়ে তারা হয় পাথর। নিসর্গের আনাচে-কানাচে তখন বৃষ্টির বন্দনা, বর্ষা আসার আগমনী গান ধ্বনিত হয়। চণ্ডালিকার কাছে যেভাবে পিপাসার্ত আনন্দ জল প্রার্থনা করেছিল, তেমনই এক প্রার্থনার মন্ত্রে ডুবে যায় চরাচর -

"জল দাও শিকড়ে আমার
জল দাও হৃদয় ভাসায়ে
শ্রাবণের বৃষ্টিতে ভাসাও
আমার শিকড় দেহখানি।"[১৯]

অবশেষে বৃষ্টি আসে। অনেক দিনের পথ চাওয়া বৃষ্টি, অনেক রাতের স্বপ্ন দেখা বৃষ্টি। 'সজল আকাশে' তখন অহরহ মেঘের সঞ্জুর। 'কখনো চিকুর দেয়, শিরায় দোপাটি'। প্রকৃতিতে বর্ষার উৎসব। রুক্ষ মনের অন্দরমহলে সে উল্লাসের ঢেউ এসে লাগে। মনকে দোলা দেয় বর্ষা ঋতু —

"কুলিক নদীর জলে বৃষ্টির পাখিরা ফিরে আসে
ফিরে আসে সবুজে আমার
ফিরে আসে জলের কিনারে
ফিরে আসে ঘাসে ও পাতায়-"[২০]

শক্তির কিছু কবিতায় গোধূলির ছবিও বড় রোমান্টিক। 'গোলাপ কুঁড়ির আলোয়' দিগন্ত ভরে যায়। উড়ে চলে 'মেঘের বিমান'। সূর্যের আলো নিভে আসে। আসন্ন বিকেল যেন অনন্তের বার্তা নিয়ে এসে কবির মনের দরজায় অবিরাম কড়া নেড়ে চলে—

"...এই পড়ন্ত বিকেলে, সন্ধ্যার চৌকাঠে ঠেকে
জনশূন্য করিডোর, উত্থানপতনময় সিঁড়ির মারবেল, পড়ে আছে
দারোয়ান-টুঙি থেকে ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে, ঝরে বটফল...।"[২১]

সকাল কিংবা মধ্যরাতের ছবিও বড়ই মনোরম। 'শীতের সকাল ফুঁড়ে, কাঁটা বাবলা বন জুড়ে' ছড়িয়ে থাকে। চরাচরব্যাপী নির্মিত হয় নিসর্গপথের চড়াই-উৎরাই ঢেউ। শান্তির স্পর্শ মেখে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে উজ্জ্বল ভোর। 'ডোঙ্গর পুরে' শীতের সন্ধ্যায় কবি এরকমই কিছু নির্জন মুহূর্ত কাটিয়েছিলেন—

"পাহাড় পেঁচিয়ে পথ ওঠে,
পথ নামে নাভির গুহায়,
সেখানে সানুর শান্তি মেখে উট চরে।"[২২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 60
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মধ্যরাতের জ্যোৎস্না পরমের বার্তা নিয়ে আসে। 'কানাগলি জুড়ে' তা-তা-থৈ-থৈ ছন্দে নাচতে থাকে বানের জল। স্রোত আসে নর্তকীর বেশে। অথচ সেদিন—

"বাতাস মরমী ছিল।
সড়কের বাতি ছিল কিছু মনমরা,
ঔদাসীন্য-মাখা ছিল প্রসাদ-দরজা।"[২৩]

শালবনের চিত্রও অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞান নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। তার মধ্যে মিশে থাকে জীবনের সাতরঙা, বিমিশ্র অনুভূতি—

"শালবন গভীর, তাতে মায়া আছে, মাৎসর্য রয়েছে
দুঃখের সমস্ত কিছু আছে, শুধু অলংকার নেই।"[২৪]

বন, বাংলো, সানুদেশ, উপত্যকা- এরা প্রত্যেকে নিসর্গ-সংসারের এক-একজন সদস্য। কবির মনকে ওরা উদাসীন করে তোলে, টান দেয় কোনো এক অচিনলোকের অভিমুখে। তাদের সত্তায় অধরা রহস্যের ইঙ্গিত। পারিপার্শ্ব জুড়ে অনবরত শুধু দৃশ্যের জন্ম হয়—

"বনের ভিতরে বাংলো, বাংলো থেকে দেখা যায় নিচে
কাকচক্ষু জলস্রোত ভেসে আছে নদীর পিরিচে
দুধার উধাও ঐ জঙ্গলের পাহাড়ের দিকে
দুধার নেমেছে নিচে রমণীর উরুর মতন
সানুদেশে, উপত্যকা জুড়ে এক দৃশ্যের সুষমা।"[২৫]

এরই মাঝখানে গরুমারা ডাকবাংলোর কিছু ছবি কবির স্মৃতিপটে আলপনা এঁকে যায়। 'গরুমারা বাংলোখানি জঙ্গলের গভীর টিলার উপরে, ঘোমটা পরে আছে...'। সেখানে আসে রাতের পাখিরা। রাত্রির গায়ে কুয়াশার চাদর জড়ানো। রাতজাগা চাঁদ অন্তরীক্ষে আসর জমায়। ক্লান্তিহীন বিনিদ্র রাত প্রকৃতির মুখোমুখি বসে অতিবাহিত করেন কবি—

"আসে কিছু পাখি, করে ডাকাডাকি, রাতে চলে যায়
রাতভর পড়ে থাকে কুয়াশার চাদর জড়ানো
বনভূমি, কিছু নেই, শুধু আছে রাতজাগা চাঁদ
গরুমারা ডাকবাংলো ধ'রে এক গার্হস্থ্যের ফাঁদ
মানুষ যেখানে বন্দী, ..."[২৬]

নিসর্গের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে মানুষের জীবন এইভাবে প্রতিদিন গভীর পাঠ নেয়। বেঁচে থাকার পাঠ। ভালোবাসার পাঠ। শান্তি, সরলতা ও সৌন্দর্যের পাঠ। কখনো সে অরণ্যে গাছেদের সংসারে গাছ হয়ে ওঠার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কখনো আবার সে হতে চায় রাতের আকাশের চাঁদ-তারা কিংবা রাতজাগা পাখি। 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে এইভাবে ছড়িয়ে রয়েছে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিসর্গরতির অজস্র প্রমাণ। এইসব পদ্যাংশ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় কিভাবে জঙ্গল ও পাহাড় শক্তির রক্তের গভীরে আসক্তি ও মত্ততার শিহরণ তুলেছিল। নাগরিক জীবনের সহজ গতানুগতিক পারিপাট্যের ঘেরাটোপ থেকে অবিরাম তিনি সন্ধান করেছেন আরণ্যক রহস্যের শিহরণ। উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে শহুরে শৌখিন পর্যটকের জঙ্গলবিলাসের ইতিবৃত্ত নেই; আছে মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্যবিমুখ অরণ্যমদির রোমান্টিক ব্যক্তিসত্তার আকুলতা ও অনুভব। অরণ্যের সঙ্গে এমন নিবিড়, আবেগঘন, ইন্দ্রিয়ময় সংসর্গ শক্তির সমকাল বা উত্তরকালের অপর কোনো কবির কবিতায় পাওয়া যায় না। নিসর্গ-তন্ময়তায় মগ্ন হয়ে মুক্তি-রহস্যের হদিশ পান কবি। তাঁর পর্যটন-বিলাসী মন আলস্যের বাধা ছিন্ন করে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে। নিখিলের নানাপ্রান্তে অবাধ হয়ে ওঠে তাঁর কাব্যসত্তার যাতায়াত। নিসর্গরতির ফলে প্রাপ্ত শক্তি তাঁকে মৃত্যুর পরেও হেঁটে চলার সাহস জোগায়, জন্মান্তরের যাত্রী করে তোলে। সেই একক যাত্রাপথে তাঁর প্রাণের দোসর আর কেউ নয়, শুধু নিসর্গ প্রকৃতি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 07
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 53 - 60
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, (১৪০২), এলোমেলো, শারদীয় আজকাল, পৃ. ৫১
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৭৫), শীতের উদ্বোধন, বনবাণী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ. ১১১
৩. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, (১৪০২), পথে যেতে কষ্ট হয়, পদ্যসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ. ২৯
৪. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, গাছের শিকড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে, পৃ. ৩৫
৫. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, বলো, ভালোবাসো, পৃ. ৩৪
৬. পূর্বোক্ত
৭. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, শুধু বাঁচতে চাই, পৃ. ৩৩
৮. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, এই কি সময়? পৃ. ৩১
৯. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, হাত পেতে দাঁড়িয়ে, পৃ. ৩২
১০. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, ভালোবাসার শিকড়, পৃ. ৪১
১১. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিলো, পৃ. ৫১
১২. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, যদি পারো দুঃখ দাও, পৃ. ৫১
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
১৫. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, নিশ্চিন্তপুরে সন্ধ্যা, পৃ. ৫২
১৬. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, ভালো থেকো, পৃ. ৪৯
১৭. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, ভালো থেকো, পৃ. ৫০
১৮. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, আগুনের ফলা টেনে, এষ্ঠ - ৪৩
১৯. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, ফিরে আসে, পৃ. ৩৬
২০. পূর্বোক্ত
২১. পূর্বোক্ত, আগুনের ফলা টেনে, পৃ. ৪৩
২২. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, ডোঙ্গরপুরের বাংলোয় সন্ধ্যা, পৃ. ৩৮
২৩. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, কিছুতে মেলেনি, পৃ. ৩৯
২৪. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, কিছু আছে, পৃ. ৩৯
২৫. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, শুধু দুদিনের জন্যে, পৃ. ৪০
২৬. পূর্বোক্ত, পদ্যসমগ্র, উত্তরবঙ্গের রঙ্গভূমে, পৃ. ৩৭